

## ॥ অথাচসন্ধিৎ ॥

১৫। ইকো যণচি—৬। ১। ৭। ৭

ইকঃ—৬। ১, যণ—১। ১, অচি—৭। ১;

অনুবৃত্তিৎ—সংহিতায়াম্।

ইকঃ (স্থানে) যণ (ভবতি) অচি সংহিতায়াম্ (বিষয়ে)।।

বরদরাজঃ—ইকঃ স্থানে যণ স্যাদচি সংহিতায়াং বিষয়ে। সুধী উপাস্য ইতি স্থিতে।

অনুবাদ—ইক (ই উ ক্ষ ৯) এর স্থানে যণ (য ব র ল) হয় অচ (অ ই উ ক্ষ ৯ এ ও ঐ উ) [পরে] থাকিলে এবং সংহিতার বিষয় হইলে। সুধী + উপাস্যঃ—এইরূপ থাকিবার পর—

আলোচনা—সুধী + উপাস্যঃ এই উদাহরণে সংহিতার বিষয় রহিয়াছে। উদাহরণে ইক এবং অচ অনেকগুলি রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্টি ইক এবং কোন্টি অচ মানা হইবে; সূত্রে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা নাই। ইক পূর্বে থাকিবে, না অচ পূর্বে থাকিবে? তাহা নির্দিষ্ট করিবার জন্য বরদরাজ পাণিনির পরবর্তী সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন।

১৬। তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য—১। ১। ৬। ৬

তস্মিন্ন—৭। ১, ইতি—অ, নির্দিষ্টে—৭। ১, পূর্বস্য—৬। ১

বরদরাজঃ—সপ্তমীনির্দেশেন বিধীয়মানং কার্য্যং বর্ণাত্তরেণাব্যবহিতস্য পূর্বস্য বোধ্যম্।।

অনুবাদ—সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা কোন কার্য্যের বিধান করা হইলে উহা সপ্তম্যন্ত পদ বোধিত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণেরই হইয়া থাকে।

আলোচনা—ইকো যণচি সূত্রে ‘অচি’ পদে উপশ্লেষিক - অধিকরণে সপ্তমী হইয়াছে। উপশ্লেষের অর্থ সামীপ্য সম্বন্ধ। উপ = সমীপ, শ্লেষঃ = সম্বন্ধ। পূর্ববর্তী বর্ণ পরবর্তী বর্ণের সমীপ। তাহা হইলে অর্থ হইবে—অচ এর অব্যবহিত (‘) পূর্বে

ইকের যণ্হ হয় সংহিতার বিষয় হইলে। এইরূপ অন্যান্য সূত্রেও ‘তম্মিন্তি’  
এই পরিভাষা সূত্রটি প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রের অর্থ নির্দিষ্ট করিবে। এইখানে আবার  
প্রশ্ন হইতেছে—সুধী + উপাস্যঃ—এই স্থলে ‘সুধী’ তে তো ইক্ত নাই। কারণ  
‘ঈ’ তো ইক্ত নহে। তখন ‘অণুদিঃ সবর্ণসা চাপ্রত্যয়ঃ’ সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া  
‘ইক্ত’ অবিধীয়মান থাকায় এবং সবর্ণের গ্রাহক হওয়ায় ‘ঈ’ কারের স্থানে যণ্হ  
আদেশ হইতে কোন বাধা থাকে না।

১৭। স্থানেন্তরতমঃ—১। ১। ৫০,

স্থানে—৭। ১, অন্তরতমঃ—১। ১;

বরদরাজঃ—প্রসঙ্গে সতি সদৃশতম আদেশঃ স্যাঃ। সু ধ্য উপাস্য  
ইতি জাতে॥

অনুবাদ—(কোন কার্য্যের) প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সর্বাপেক্ষা সদৃশ বা সমান বর্ণের  
আদেশ হয় (বুঝিতে হইবে)। সু ধ্য + উপাস্যঃ এইরূপ হওয়াতে॥

আলোচনা—অনেক আদেশের প্রাপ্তি থাকিলে যেইটি অত্যন্ত সদৃশ সেইটিরই আদেশ  
হয়। স্থান শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্তি। অবকাশ, অবধি, পরিধান, অন্তর্ধান,  
ভোদ, সদৃশ—ইত্যাদি অনেক অর্থে অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই  
স্থলে অন্তর শব্দের অর্থ সদৃশ বুঝিতে হইবে। অতিশয়িতঃ অন্তরঃ =  
অন্তরতমঃ। অর্থাৎ অত্যন্ত সদৃশ। ‘অন্তরতম’ শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত অনেকগুলি  
আদেশের মধ্যে যেইটি অতিশয়িত সদৃশ আদেশ তাহাই হইবে। ঈষৎ সদৃশ  
আদেশ হইবে না। যেমন সুধী + উপাস্যঃ এই স্থলে ঈকারের স্থানে যণ্হ অর্থাৎ  
য ব র ল আদেশের প্রাপ্তিতে স্থানী ঈ কারের তালুস্থান হওয়ায় এবং যকারের  
ও তালু স্থান হওয়ায় এবং তার ফলে ঈ কারের অন্তরতম হওয়ায় যকারই  
আদেশ হইল। ফলে ‘সু ধ্য + উপাস্যঃ’—এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

১৮। অনঢি চ —৮। ৪। ৪৮

অনঢি—৭। ১, চ-অ

অনুবৃত্তি—অচো দ্বে, যরো বা, সংহিতাযাম।

অচঃ (পরসা) যরো দ্বে বা (ভবতঃ) অনঢি (পরতঃ)।।

বরদরাজঃ—অচঃ পরস্য যরো দ্বে বা স্তো ন ত্বচি। ইতি ধকারস্য  
দ্বিত্বেন সু ধ্ ধ্য উপাস্য ইতি. জাতে ॥

অনুবাদ—অচ এর পরে যর এর বিকল্পে দ্বিত্ব হয় পরে অচ না থাকিলে। এইখানে  
(এইভাবে) ধকারের দ্বিত্বের দ্বারা ‘সু ধ্ ধ্য উপাস্যঃ’ এই অবস্থা জাত  
হওয়ায়।

আলোচনা—সূত্রে ‘অনচি’ পদ, ন অচ=অনচ, তশ্মিন्— এই নওতৎপুরুষ সমাস  
করিয়া নিষ্পন্ন হয়। এইখানে নওত্ কে প্রসজ্য(‘) প্রতিবেধ মানিতে হইবে।  
ফলে অর্থ হইবে অচ পরে না থাকিলে অচ এর পরস্থিত যর এর বিকল্পে  
দ্বিত্ব হয়। সু ধ্ ধ্য + উপাস্যঃ’—এই স্থলে ‘সু’ তে স্থিত উ কার হইল অচ  
এবং তাহার পর যর হইল ‘ধ্’ এবং তাহার পর যকার থাকায় অর্থাৎ অচ  
পরে না থাকায় এ ধকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। ফলে সু ধ্ ধ্য + উপাস্যঃ  
এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

১৯। ঝালাং জশ্ব ঝশি-৮।৪।৫৩

ঝালাম্-৬।৩, জশ্ব - ১।১, ঝশি - ৭।১;

অনুবৃত্তিঃ—সংহিতাযাম্।

[ঝালাং (স্থানে) জশ্ব (আদেশঃ ভবতি) ঝশি (পরতঃ)]।

বরদরাজঃ—স্পষ্টম্। ইতি পূর্বধকারস্য দকারঃ ॥

অনুবাদ—(অর্থ) স্পষ্ট। (ঝশ্ এর অব্যবহিত পূর্বে ঝল্ এর স্থানে জশ্ব আদেশ  
হয়)। এইভাবে পূর্ব-ধকারের দকার হইল।

আলোচনা—ঝল্ = ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ, জ, ব, গ, ড, দ, খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট,  
ত, ক, প, শ, ষ, স, হ। জশ্ব = জ্, ব, গ, ড, দ। ঝশি = ঝ, ভ, ঘ, ঢ,  
ধ, জ, ব, গ, ড, দ। ‘সুধ্ ধ্য + উপাস্যঃ’—এই অবস্থায় প্রথম ধকারের  
জশ্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ‘স্থানেন্তরতমঃ’ এই সূত্রের সহায়তায় ধকারের দ্বন্দ্ব স্থান  
এবং দকারের ও দ্বন্দ্বস্থান হওয়ায় অন্তরতম দকারই হইল। ফলে সু দ্ ধ্ ধ  
+ উপাস্যঃ’—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

(১) ‘ঝৌ নঞ্জে তু সমাখ্যাতৌ পর্যুদাসপ্রসজ্যকৌ।  
পর্যুদাসঃ সদ্গ্রাহী প্রসজ্যস্ত নিবেধকৃৎ ।।’

২২। এচোহ্যবায়াবঃ—৬। ১। ৭৮

এচঃ—৬। ১; অযবায়াবঃ—১। ৩;

অনুবৃত্তিঃ—অচি, সংহিতাযাম্।

[এচঃ (স্থানে) অযবায়াবঃ (আদেশাঃ ভবতি) অচি (পরতঃ) সংহিতাযাম্ (বিষয়ে)]।

বরদরাজঃ—এচঃ ক্রমাদয় অব্ব আয় আব্ব এতে সূরচি।।

অনুবাদ—এচ এর (স্থানে) যথাক্রমে অয় অব্ব, আয় ও আব্ব—এইগুলি (আদেশ)  
হয় অচি পরে থাকিলে।

আলোচনা—এচ = এ, ও, ঐ, ঔ। অচি = স্বরবর্ণ। এইখানে ইকো যণচি সূত্র হইতে  
‘অচি পদটির অনুবৃত্তি হইতেছে। ‘তম্মিন্নিতি নিদিষ্টে পূর্বস্য’ সূত্রটি প্রবৃত্ত হইয়া  
‘এচোহ্যবায়াবঃ’ সূত্রের অর্থ হইল—অচি এর এবং অচি এর সবগের  
অব্যবহিত পূর্বে এচি থাকিলে এবং এচি এর সবর্ণ থাকিলে তাহাদের স্থানে

3/2/16

যথাক্রমে অয়, অব, আয় এবং আশ্চর্যদেশ হইবে। সূত্রতে যে 'ক্রমাং' পদটি  
রহিয়াছে তাহা কিন্তু পরবর্তী সূত্র 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম' এই সূত্রের দ্বারা  
লক্ষ। 'এচোহযবায়াবঃ' সূত্রটি একটি বিধিসূত্র।

## ২৩। যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম—১।৩।১০

যথাসংখ্যম—অ০, অনুদেশঃ—১।১, সমানাম—৬।৩।  
বরদরাজঃ—সমসম্বন্ধী বিধিযথাসংখ্যঃ স্যাং। হরয়ে। বিষণ্ডে। নাযকঃ।  
পাবকঃ।

অনুবাদ—সমসম্বন্ধী বিধি যথাক্রমে হয়। হরয়ে। বিষণ্ডে। নাযকঃ। পাবকঃ।

আলোচনা—সংখ্যাম অনতিক্রম্য = যথা-সংখ্যম। অনুদিশ্যতে = অনুদেশঃ =  
পশ্চাংউচ্চার্যতে ইত্যর্থঃ। স্থানী এবং আদেশ সমসংখ্যক হইলে ঐ আদেশ  
যথাক্রমে হইবে। এইটি পরিভাষা-সূত্র। ইহা 'এচোহযবায়াবঃ' সূত্রে প্রভৃতি হইয়া  
অর্থ হইবে অচ এর অব্যবহিত পূর্বে 'এচ' (এ, ও ঐ, ঔ) এর স্থানে যথা-  
ক্রমে অয়, আব, আয় এবং আব আদেশ হয়। হরে + এ এই অবস্থায়  
রকারোত্তরবর্তী 'এ'কারের অয় আদেশ হইবে। অর্থাৎ 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে  
পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায়  
'এচোহযবায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা একারের অয় আদেশ করিয়া 'হরয়ে' পদ  
সিদ্ধ হয়। 'বিষণ্ড + এ' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং  
'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম' এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোহযবায়াবঃ' এই  
সূত্রের দ্বারা ওকারের অব আদেশ করিয়া বিষণ্ডে পদ সিদ্ধ হয়। নৈ + অকঃ  
এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম' এই  
সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'এচোহযবায়াবঃ'—এই সূত্রের দ্বারা ঐকারের 'আয়'  
আদেশ করিয়া 'নাযকঃ' পদ সিদ্ধ হয়। পৌ + অকঃ'এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি  
নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এবং 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম'—এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায়  
'এচোহযবায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা ওকারের আব আদেশ করিয়া 'পাবকঃ' পদ  
সিদ্ধ হয়।

## ২৪। বান্তো যি প্রত্যয়ে—৬।১।৭৯

বান্তঃ—১।১, যি—৭।১, প্রত্যয়ে—৭।১

অনুবৃত্তি—এচঃ, সংহিতায়াম।

যি প্রত্যয়ে (পরতৎ) সংহিতায়াম্ (বিষয়ে) এচঃ (স্থানে) বাস্তঃ (আদেশঃ  
ভবতি) ।।

বরদরাজঃ—যকারাদৌ প্রত্যয়ে পরে ওদৌতোরব্ত্তাব্ এতৌ স্তঃ।  
গব্যম্। নাব্যম্। (অধ্বপরিমাণে চ) গব্যুতিঃ।

অনুবাদ—যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ওকারের অব্ এবং ঔকারের আব্ (আদেশ)  
হয়। গব্যম্। নাব্যম্। এবং অধ্ব (অর্থাৎ পথ) পরিমাণ বুঝাইলে গোশদের  
ওকারের অব্ আদেশ হয়। গব্যুতিঃ।

আলোচনা—‘যি’ হইল বিশেষণ পদ এবং ‘প্রত্যয়ে’—হইল বিশেষ্য পদ। ‘যেন  
বিধিস্তদন্তস্য’—এই পরিভাষা দ্বারা যকারান্ত প্রত্যয়—এইরূপ অর্থ হইত।  
কিন্তু ইহার বাধক পরিভাষা হইল ‘যশ্চিন् বিধিস্তদাদাবল্গ্রহণে’ অর্থাৎ অল্বিধি  
থাকিলে তদাদি বুঝিতে হইবে। ফলে ‘যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে’ এইরূপ  
অর্থ হইবে। ‘গো + যম্’ এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’ ও  
‘যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্’ এই দুইটি সূত্রের সহায়তায় ‘বাস্তো যি প্রত্যয়ে’  
সূত্রের দ্বারা ওকারের অব্ আদেশ করিয়া ‘গব্যম্’ পদ সিদ্ধ হয় ইহার অর্থ  
হইল গোর্বিকারঃ অর্থাৎ গোরু হইতে জাত দ্রব্য। নো + যম্—এই অবস্থায়  
‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’ ও ‘যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্’ এই সূত্রদৱয়ের  
সহায়তায় ‘বাস্তো যি প্রত্যয়ে’ এই সূত্রের দ্বারা ঔকারের আব্ আদেশ করিয়া  
নাব্যম্ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল নাবা তার্যম্, নৌকার দ্বারা তারণযোগ্য।  
‘গো + যুতিঃ’—এই অবস্থায় ‘অধ্বপরিমাণে চ’ এই বার্তিক দ্বারা ওকারের  
অব্ আদেশ করিয়া ‘গব্যুতিঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ হইল দুই ক্রেশ  
পরিমাণ পথ।

২৫। অদেঙ্গ গুণঃ—১। ১। ২

অদেঙ্গ—১। ১, গুণঃ—১। ১;

বরদরাজঃ—অত্ এঙ্গ চ গুণসংজ্ঞঃ স্যাঃ।

অনুবাদ—(হুস্ব) অকার ও এঙ্গ (এ, ও ) এর গুণসংজ্ঞা হয়।

আলোচনা—ইহা সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র। এইসূত্রে অত্ + এঙ্গ এইরূপ পদবিভাগ  
রহিয়াছে। অ, এ, এবং ও—এই তিনটি বর্ণে অবিধীয়মান অণ্ঠ থাকায় ‘অণুদিঙ্গ  
সবর্ণস্য চপ্রত্যয়ঃ’ সূত্র দ্বারা সবর্ণের গ্রাহক হইবে কিনা? সেই বিষয়ে বরদ-

২৯। উরণ রপরঃ—১ । ১ । ৫১

উং<sup>(১)</sup>—৬। ১, অণ—১। ১, রপরঃ—১। ১;

অনুবৃত্তি—স্থানে।

[উং (ঋবর্ণস্য) স্থানে (যং) অণ (সং) রপরঃ (ভবতি)]।

বরদরাজঃ—ঝ ইতি ত্রিংশতঃ সংজ্ঞেত্যুক্তম্। তৎস্থানে যোহণ স  
রপরঃ সন্মেব প্রবর্ততে। কৃষ্ণদ্বিঃ। তবক্ষারঃ।।

অনুবাদ—‘ঝ’—ইহা ত্রিশটির সংজ্ঞা (হয়) ইহা বলা হইয়াছে। তাহার (ঝ এর) স্থানে  
(আদিষ্ট) যে অণ তাহা ‘র’ প্রত্যাহারকে পরে লইয়াই প্রবর্তিত হয়। কৃষ্ণদ্বিঃ।  
তবক্ষারঃ।।

আলোচনা—ঝকার ১৮ প্রকার এবং ৯কার ১২ প্রকার বলিয়া এবং ঝকার ও ৯-  
কার পরম্পর সর্বশ হয় বলিয়া ঝকার ঐ ত্রিশটির সংজ্ঞা হয়। ‘কৃষ্ণ + ঝ দ্বিঃ’  
—এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’ ‘অদেঙ্গুণঃ’ ও ‘স্থানেহস্তরতমঃ’—এই  
তিনটি সূত্রের সহায়তায় ‘আদ্গুণঃ’ সূত্রের দ্বারা অকার ও ঝকার এই উভয়ের  
স্থানে গুণ অকার করিয়া এবং ‘উরণ রপরঃ’ সূত্রের দ্বারা রপর করিয়া ‘র’  
প্রত্যাহারের দ্বারা ‘র’ এবং ‘ল’ এই উভয়ের প্রাপ্তিতে ‘স্থানেহস্তরতমঃ’ সূত্রের  
দ্বারা রপর করিয়া ‘কৃষ্ণদ্বিঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। ‘তব + ৯কারঃ’ এই অবস্থাতে  
‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’, ‘অদেঙ্গুণঃ’ এবং ‘স্থানেহস্তরতমঃ’—এই তিনটি  
সূত্রের সহায়তায় ‘আদ্গুণঃ’ এই সূত্রের দ্বারা অকার ও ৯-কার এর স্থানে  
গুণ ‘অ’ একাদশে করিয়া এবং ‘স্থানেহস্তরতমঃ’ সূত্রের সহায়তায় ‘উরণ  
রপরঃ’ সূত্রের দ্বারা লপর করিয়া ‘তবক্ষারঃ’ পদ সিদ্ধ হয়।

୩୨ । ବୁଦ୍ଧିରାତ୍ରେ—୧ । ୧ । ୧

বৃক্ষিঃ—১।১, আত্—১।১, এচ্—১।১;

বরদরাজঃ—আদৈচ বৃক্ষিসংজ্ঞঃ স্যাঁ।।

ଅନୁବାଦ—ଆ, ଏବଂ ଐଚ୍ (ଐ, ଓ) ଏର ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ହ୍ୟ ।

আলোচনা—এইখানে ও ‘তপরস্তৎকালস্য’ সূত্র প্রবৃত্ত হইয়া ‘ত’ এর পূর্বেরটির এবং পরেরটির সমকালের বোধ হয়। অর্থাৎ ‘আ’ (ছয় প্রকারের), এই (ছয় প্রকারের) এবং ওই (ছয় প্রকারের) এর বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

৩৩। বৃক্ষিরেচ—৬।১।৮৮

ବୁଦ୍ଧିঃ—১।১ এচি—১।১;

অনুবৃত্তিঃ—আদ্, একঃ পর্বপরয়োঃ, সংহিতাযাম्।

- [আদ্ এচি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ একঃ বৃদ্ধিঃ (আদেশঃ ভবতি) সংহিতাযাম  
বিষয়ে)]।

**বরদরাজঃ**—আদেচি পরে বৃদ্ধিরেকাদেশঃ স্যাঃ। গুণাপবাদঃ।  
কৃষ্ণেকত্ত্বম্। গঙ্গৌঘঃ। দেবৈশ্বর্যম্। কৃষ্ণেৰকগুণম্।

**অনুবাদ**—অবর্ণের পর এচ থাকিলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। ইহা  
(প্রাপ্ত) গুণের অপবাদ (বাধক)। কৃষ্ণেকত্ত্বম্। গঙ্গৌঘঃ। দেবৈশ্বর্যম্।  
কৃষ্ণেৰকগুণম্।

**আলোচনা**—‘বৃদ্ধিরেচি সূত্রটি ‘আদ্গুণ’ সূত্রের অপবাদ। অর্থাৎ অবর্ণের পর এচ থাকিলে বৃদ্ধি একাদেশ হইবে। এবং এচ ভিন্ন অবশিষ্ট অচ থাকিলে গুণ একাদেশ হইবে। কৃষ্ণস্য একত্ত্বম্ এইরূপ ষষ্ঠী সমাস করিয়া এবং বিভক্তির লোপ করিয়া ‘কৃষ্ণ + একত্ত্বম্’—এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’ ‘বৃদ্ধিরাদৈচ’ এই সূত্রব্যয়ের সহায়তায় ‘বৃদ্ধিরেচি সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে অর্থাৎ অকার ও একারের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ প্রাপ্তিতে ‘স্থানেহস্তরতমঃ’ সূত্রের দ্বারা কঠ ও ‘কঠ-তালু’ বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে কঠতালুবিশিষ্ট বৃদ্ধি ‘ঐ’কার আদেশ হওয়ায় ‘কৃষ্ণেকত্ত্বম্’ পদ সিদ্ধ হয়—কৃষ্ণের একরূপতা ইহার অর্থ। গঙ্গা + ওঘঃ’ এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি—’ ইত্যাদি সূত্র ‘বৃদ্ধিরাদৈচ’ এবং ‘স্থানেহস্তরতমঃ’ এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় ‘বৃদ্ধিরেচি’ সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ করিয়া ‘গঙ্গৌঘঃ’—এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ গঙ্গার ঢেউ। ‘দেব + গ্রিশ্বর্যম্’—এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য’ ‘বৃদ্ধিরাদৈচ’ এবং ‘স্থানেহস্তরতমঃ’—এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় ‘বৃদ্ধিরেচি’ সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ ঐকার হওয়ায় ‘দেবৈশ্বর্যম্’ পদ সিদ্ধ হয়। দেবগণের গ্রিশ্বর্য এইরূপ অর্থ। ‘কৃষ্ণ + উৎকগুণম্’—এই অবস্থায় ‘তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য,’ ‘বৃদ্ধিরাদৈচ’ এবং ‘স্থানেহস্তরতমঃ’-সূত্রের সহায়তায় ‘বৃদ্ধিরেচি’ সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি ‘ঐ’ একাদেশ হওয়ায় কৃষ্ণেৰকগুণম্ পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ কৃষ্ণের উৎকগুণ।

৪২। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ—৬।।। ।।।

অকঃ—৫।।, সবর্ণে—৭।।, দীর্ঘঃ—১।।

. অনুবৃত্তিঃ—অচি,

[ অকঃ সবর্ণে অচি (পরতঃ) পূর্বপরয়োঃ (স্থানে) দীর্ঘঃ একাদেশঃ  
(ভবতি)।।

বরদরাজঃ—অকঃ সবর্ণেইচি পরে পূর্বপরয়োদীর্ঘঃ একাদেশঃ স্যাঃ।  
দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণুদয়ঃ। হোত্তৃকারঃ।।

অনুবাদ—অক্ এর পর সবর্ণ অচ্ থাকিলে পূর্ব ও পরের (স্থানে) দীর্ঘ একাদেশ  
হয়। (যথা-) দৈত্যারিঃ। শ্রীশঃ। বিষ্ণুদয়ঃ। হোত্তৃকারঃ।।

আলোচনা—ইকো যণচি সূত্র হইতে ‘অচি’ পদের অনুবর্তন হইতেছে, এবং একঃ  
পূর্বপরয়োঃ’—অধিকার আছে। দৈত্য+অরিঃ—এই উদাহরণে অকারের পর  
সবর্ণ অচ্ থাকায় অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে সবর্ণ  
দীর্ঘ আকার একাদেশ করিয়া দৈত্যারিঃ পদ সিদ্ধ হয়। এইরূপে শ্রী+ঈশঃ=শ্রীশঃ।  
বিষ্ণু+উদয়ঃ=বিষ্ণুদয়ঃ। হোত্তৃ+ঝকারঃ=হোত্তৃকারঃ।